নেকী সমূহ গোপন করুন

09-March-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِىْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّىْ عَلَىَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِىْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দান করেছেন, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদে পাক পাঠ করবে তবে সে আমার নিকট তার ও তার পিতার নাম সহ উপস্থাপন করে, (যে) অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর দরূদ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস: ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আজকের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো “নিজের নেক আমল গোপন করুন”। এই বয়ানে “নিজের নেক আমল গোপন করা” সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মুবারকা,

বুযুর্গানে দ্বীনগণের চিন্তাধারা, “নিজের নেক আমল গোপন করার” ফযীলত, বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن বাণী ও ঘটনাবলী, “নিজের নেক আমল গোপন করার” জন্য মিথ্যা বলা কেমন? নেকী প্রকাশ করার জায়িয অবস্থা এবং অন্যান্য আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এই বয়ানে আমরা শুনবো। হায়! সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে যেনো আমাদের শুনা নসীব হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ’র গোপন আমল

হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ রাতের বেলা মদীনা পাকের কোন একটি এলাকায় বসবাসকারী একজন অন্ধ বৃদ্ধা মহিলার ঘরোয়া কাজকর্ম করে দিতেন, যেমন; তার জন্য পানি নিয়ে আসতেন ও তার সকল কাজ করে দিতেন। প্রতিদিনকার মতো একবার তিনি সেই বৃদ্ধা মহিলার ঘরে আসলেন, তখন এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, সকল কাজই তার পূর্বে কেউ করে দিয়েছে, দ্বিতীয় দিন একটু তাড়াতাড়িই আসলেন, তখনও একই অবস্থা দেখলেন যে, সব কাজ পূর্বেই হয়ে গিয়েছে, যখন দুই তিনদিন এরূপ হলো তখন ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ খুবই চিন্তিত হলেন; এমন কে আছেন? যে নেকীতে আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে? একদিন দিনের বেলায় তিনি এসে কোথাও লুকিয়ে রইলেন, যখন রাত হলো তখন দেখলেন যে, যুগের খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আগমন করলেন এবং সেই অন্ধ বৃদ্ধার সকল কাজ করে দিলেন। ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ খুবই আশ্চর্য হলেন যে, যুগের খলিফা হওয়ার পরও এরূপ বিনয়! অতঃপর নিজেই বললেন: আমিরুল

মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-ই, যিনি নেকীতে আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে থাকেন। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ১২তম অংশ, ৬/২২১, হাদীস: ৩৫৬০২)**

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমিরুল মুমিনিন, খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যুগের খলিফা হওয়ার পরও সেই অন্ধ বৃদ্ধার ঘরের কাজকর্ম স্বয়ং নিজের হাতে করে দিতেন। এটাও জানা গেলো! আমিরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই বিষয়টি একেবারেই পছন্দ করতেন না যে, অন্য কেউ তার আমল সম্পর্কে জেনে তাঁর প্রশংসা করুক, তাইতো রাতের অন্ধকারে গোপনে সেই অন্ধ বৃদ্ধার ঘরের কাজকর্ম করে দিতেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র নিজের নেক আমল গোপন করার প্রেরণার প্রতি কোটি কোটি সালাম। এই ঘটনায় আমিরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র বিনয় ও নম্রতাও নিজেই নিজের উদাহরণ। এই ঘটনায় আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র উম্মতে মুস্তফার কল্যাণ কামনারও খুবই সুন্দর ঝলক দেখা গেলো। এই ঘটনাটি আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র গরীবের প্রতি ভালবাসারও উদাহরণও অতুলনীয় এবং তাঁর অন্তরে নেকীতে অগ্রগামী হওয়ার প্রবল সত্য প্রেরণা বিদ্যমান ছিলো। হায়! আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র এই সকল মহান বৈশিষ্ট্য থেকে আমাদেরও যেনো কিছু নসীব হয়ে যায়।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণি রয়েছে, যারা এরূপ উপায় অবলম্বন করে থাকে, যাতে তাদের প্রসিদ্ধি লাভ হয় আর আল্লাহ ওয়ালাগণ প্রসিদ্ধিকে পছন্দ করেন না বরং নিজের ইবাদত ও নেক আমল গোপন করার চেষ্টা করে থাকেন।

প্রসিদ্ধি লাভের পর আমি জীবিত থাকতে চাই না

হযরত আল্লামা ইয়াফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ পাক! আমাকে তোমার দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করো কিন্তু মানুষের মাঝে অপরিচিত রাখো, মানুষ যেনো আমাকে না চিনে।" একরাতে তিনি নামাযে কান্নাকাটি করছিলেন, তখন কিছু মানুষ দেখলো যে, তাঁর মাথায় একটি নূরানী প্রদীপ আলোকিত হয়ে আছে, যার আলোতে চোখ হতবাক হচ্ছিল। সকালে তাঁর দরবারে রাতের কারামত সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো, তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে গেলেন যে, মানুষের মাঝে তাঁর ইবাদত কেন প্রকাশ পেলো? ব্যাকুল অবস্থায় নিজের হাত আল্লাহ পাকের দরবারে উঠিয়ে দিয়ে আরয করলেন: "হে গোপনীয় বিষয়ে অবহিত পরওয়ারদিগার! আমার গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে গেছে, অতএব এখন আর আমি এই প্রসিদ্ধির পর জীবিত থাকতে চাইনা।" একথা বলে নিজের মাথা সিজদায় রেখে দিলেন। লোকেরা যখন নেড়ে দেখলেন, তখন দেখা গেলো তার রূহ (শরীর হতে) বের হয়ে গেছে।

(রওযুর রায়াহীন, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের নেক আমল গোপন করার অনন্য পদ্ধতি

হযরত আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আসলাম তুসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের নেকী সমূহ গোপনের প্রতি খুব বেশি খেয়াল রাখতেন, এমনকি একবার বলতে লাগলেন: "যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তবে আমি আমল লেখক উভয় ফিরিশতা থেকেও গোপনে ইবাদত করতাম।" হযরত আবু আব্দুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি বিশ (২০) বছরেরও বেশি সময় ধরে হযরত আবুল হাসান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র সাহচর্যে ছিলাম, কিন্তু জুমা মুবারক (এবং অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব) ব্যতীত কখনোই তাঁকে দুই রাকাত নফল নামাযও পড়তে দেখিনি, কেননা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পানির পাত্র নিয়ে নিজের বিশেষ কক্ষে চলে যেতেন ও ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিতেন। আমি কখনোই জানতে পারিনি যে, তিনি কক্ষে কি করছেন, এমনকি একদিন তাঁর সন্তান জোরে জোরে কান্না করতে লাগলো এবং তাঁর মা তাকে চুপ করানোর চেষ্টা করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "এই শিশু এভাবে কান্না করছে কেন?" বিবি সাহেবা বললেন: "তাঁর আব্বু অর্থাৎ হযরত আবুল হাসান তুসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই কক্ষে প্রবেশ করে কুরআন তিলাওয়াত করেন ও কান্না করেন, তখন সেও তাঁর আওয়াজ শুনে কান্না করতে থাকে।"

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "হযরত আবুল হাসান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (রিয়াকারীর ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচার জন্য) নেকী গোপন করতে খুবই চেষ্টা করতেন, এভাবে যে, তিনি তাঁর সেই বিশেষ কক্ষ থেকে ইবাদত করার পর বের হওয়ার পূর্বে নিজের মুখ ধৌত করে চোখে সুরমা লাগিয়ে নিতেন, যাতে চেহারা ও চোখ দেখে কেউ বুঝতে না পারে যে তিনি কান্না করেছিলেন। **(হিলিয়াতুল আউলিয়া, মুহাম্মদ বিন আসলাম, ৯/২৫৪, নম্বর ১৩৮০৩)**

তিলাওয়াতের আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, কুরআন তিলাওয়াত করার সময় বা শুনার সময় কান্না করা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণের পদ্ধতি বরং সুন্নাতে মুস্তফা। জি হ্যা! প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করার সময় আর শুনার সময় অনেক সময় মুবারক চোখ থেকে অশ্রু মুবারক প্রবাহিত করতেন। যাইহোক! কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন আল্লাহ পাকের শান ও মহত্ব, মহান মর্যাদা ও মহিমার কল্পনা করবে, যখন এই কল্পনা সৃষ্টি হবে যে, আমি আমার প্রতিপালকের বাণী পড়ছি, আমার প্রতিপালক আমার সাথে কথা বলছেন, যখন কুরআনে করীম বুঝে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহকারে পাঠ করবে এবং আল্লাহ পাকের কঠোর গ্রেফতার, কিয়ামত এবং জাহান্নামের প্রতি চিন্তা করবে তখন কান্না নসীব হবে।

ঘটনা

হযরত সালেহ মুররী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আমি স্বপ্নে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র সামনে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করি, তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে সালেহ! এটা তো কুরআনের তিলাওয়াত! কান্না কোথায়? **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৮৩৬)**

সিজদায় রাত অতিবাহিতকারী বান্দা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা খোদাভীতিতে অশ্রু প্রবাহিত করার ফযীলত শুনলাম। আল্লাহ ওয়ালাগণের পদ্ধতি ছিলো যে, যেমনিভাবে তারা আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করতেন, তেমনি তারা রাত

দিন আল্লাহ পাকের ইবাদতে অতিবাহিত করতেন, এরূপ লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ১০তম পারা, সূরা ফোরকানের ৬৪-৬৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِیۡنَ یَبِیۡتُوۡنَ لِرَبِّہِمۡ سُجَّدًا وَّ قِیَامًا ﴿۶۴﴾ وَالَّذِیۡنَ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا اصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَہَنَّمَ ٭ۖ اِنَّ عَذَابَہَا کَانَ غَرَامًا ﴿٭ۖ۶۵﴾ اِنَّہَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿۶۶﴾

(পারা ১৯, সূরা ফোরকান, আয়াত ৬৪-৬৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ঐসব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন প্রতিপালকের জন্য সিজদা ও কিয়ামের মধ্যে এবং ঐসব লোক, যারা আরয করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও জাহান্নামের শাস্তিকে; নিশ্চয় সেটার শাস্তি হচ্ছে গলার শৃঙ্খল'। নিশ্চয় তা অতি নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতের আলোকে যা কিছু লিখা রয়েছে, আসুন! তার সারমর্ম শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি: এখানে পরিপূর্ণ ঈমানদারদের একাকীত্ব জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে, অতএব ইরশাদ করেন: কামিল ঈমানদারদের নির্জনতা ও একাকিত্বের অবস্থা এমন যে, তাদের রাত আল্লাহ পাকের জন্য নিজের চেহারা অবনত অবস্থায় সিজদা করে এবং নিজেদের পায়ের উপর কিয়াম করে অতিবাহিত হয়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গগণ নেকী গোপন করার কিরূপ উপায় অবলম্বন করতেন। হায়! এই নেককার বান্দাদের সদকায় আমরাও যেনো নেককার হয়ে যাই। আর শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ও বিনা প্রয়োজনে নিজের নফল রোযা,

কুরআন তিলাওয়াত, সদকা ও খয়রাত, ওযীফা পাঠ, নিজের সৈয়দ, হাফিয এবং আলিমে দ্বীন হওয়ার ব্যাপারে কাউকে বলবেন না।

নিজের নেক আমল গোপন করার ফযীলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আমাদেরকে নিজের নেক আমল গোপন করার উৎসাহ দিয়েছেন।

ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নেক আমল গোপন রাখার ক্ষমতা রাখো তবে তার উচিৎ, সে যেনো এরূপ করে (অর্থাৎ নিজের নেক আমলকে গোপন করে)। **(জামে সগীর, ৫১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪০৫) (নেকীয়াঁ ছুপাও, ১২ পৃষ্ঠা)**

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করনে: ঐ যিকির, যা পাহারাদার ফিরিশতারাও শুনতে পায়না, ঐ যিকিরের উপর, যা শুনতে পায়, সত্তর (৭০) গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যিকির, ১/২২৭, ১ম অংশ, হাদীস: ১৯২৫। রিসালা নেকীয়াঁ ছুপাও, ১২ পৃষ্ঠা)

হায়! আমরা যেনো আমাদের নফল রোযা, নফল নামায, নফল হজ্ব এবং ওমরা, সদকা ও খয়রাত, দ্বীনি খিদমতের কথা বিনা কারণে বলে বেড়ানো থেকে বেঁচে থাকি, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবিন ইত্যাদি নফল নামায যথাসম্ভব মানুষের কাছ থেকে গোপন করি এবং নফল নামায গোপনে পড়ার অভ্যাস গড়ি। আসুন! আমি আপনাদেরকে এর ফযীলত বলছি।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ

আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "ফয়যানে নামায" এর ৮০ পৃষ্ঠায় লিখেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি

একাকিত্বে দুই রাকাত নামায এমনভাবে পড়লো যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতারা ব্যতীত কেউ দেখল না, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। **(কানযুল উম্মাল, ৭ম অংশ, ৪/১২৫, ১৯০১৫)** তা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র আরো চারটি বাণী দ্বারা অনুধাবন করুন।

(১) মানুষের পক্ষে এমন জায়গায় নফল নামায পড়া, যেখানে লোকজন তাকে দেখবে না, তা মানুষের সামনে আদায়কৃত ২৫ (রাকাত) নামাযের সমান। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ৩য় অংশ, ৩/১২, হাদীস: ৫২৬৩)**

(২) গোপনে দানকৃত সদকা আল্লাহ পাকের গযবকে প্রশমিত করে।

(মু’জাম কবীর, ৮/২৬১, হাদীস: ৮০১৪)

(৩) গোপনে করা আমল প্রকাশ্য আমলের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি উত্তম।

(ফেরদৌসুল আখবার, ৩/১২৯, হাদীস: ৪৩৪৮)

(৪) গোপনে করা আমল প্রকাশ্য আমলের চেয়ে উত্তম।

(ফেরদৌসু আখবার, ২/৩৪৭, হাদীস: ৩৫৭২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! নিজের নেক আমল গোপন করার উদ্দেশ্য হলো নিজের নেক আমলকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো, কেননা নফস ও শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু নফস ও শয়তান মানুষকে নেকী করা থেকে বাধা দেয় আর যদি মানুষ সাহস করে নেক আমল করে নেয় তবে নফস ও শয়তান মানুষের অন্তরে নেকী সমূহ প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে থাকে, যাতে বান্দা নিজের নেক আমল সমূহ বলে নিজের নামায, তিলাওয়াত, যিকির আযকার, সদকা ও খয়রাত ইত্যাদি প্রচার করে নেককার বলে প্রশংসা শুনে, অহংকার ও আত্ম সম্মানবোধ এবং রিয়াকারীর ধ্বংসলীলার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের উচিৎ, নিজের যেকোন নেক কাজকে যথাসম্ভব গোপন রাখা, বিনা কারণে কাউকে না বলা, কেননা নেকী প্রকাশ করাতে মানুষের নেকী কমে যেতে পারে, নেকী প্রকাশ করাতে মানুষের নেকী নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং নেকী সমূহ প্রকাশ করাতে মানুষ গুনাহগারও হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার প্রতি সদয় হোন, নেক আমল করে তা গোপন করা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। মনে রাখবেন! নেক আমল করাতে কষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু নেকী গোপন করার কষ্ট, নেকী করার কষ্টের চেয়ে বেশি।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আমল করে তা রিয়া থেকে বাঁচানো আমল করা থেকে বেশি কঠিন আর মানুষ কোন আমল করলো তখন তার জন্য এমন নেক আমল লিখে দেয়া হয়, যা একাকীত্বে করা হয়েছে এবং তার জন্য সত্তর গুণ সাওয়াব বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, অতঃপর শয়তান বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে, এক পর্যায়ে সে এই আমলটি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়, তখন তার জন্য এই আমল গোপনের পরিবর্তে প্রকাশ্যে লিখে দেয়া হয় এবং সাওয়াবের সত্তর গুণ মিটিয়ে দেয়া হয়। শয়তান তারপরও মানুষের সাথে লেগে থাকে, এমনকি সে দ্বিতীয়বার মানুষের সামনে সেই আমলের উল্লেখ করে এবং চায় যে, লোকেরাও এর আলোচনা করুক আর এই আমলের কারণে তার প্রশংসা করুক, তখন তা প্রকাশ্যেও মিটিয়ে দিয়ে রিয়াকারীতে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়, ব্যস বান্দা যেনো আল্লাহ পাককে ভয় করে, নিজের দ্বীনের হিফাযত করে এবং নিশ্চয় রিয়াকারী শিরকে আসগর তথা ছোট শিরক।

(নেকীয়া চুপাও, ২২ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা আব্দুল গনী নাবলূসী رَحۡمَةُاللهِعَلَيۡهِ বলেন: যেহেতু রিয়া ও একনিষ্ঠতার মধ্যে প্রতিটিতে শয়তানী চাল ও ধোকাবাজি রয়েছে সেহেতু তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। ব্যস! যদিওবা তুমি জানো না যে, তুমি মুখলিস (নিষ্টাবান) নাকি রিয়াকার তো তোমার নেক আমল গোপন করাই উত্তম, কেননা এতে তোমার জন্য কোন প্রকার ক্ষতি নেই।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! রিয়াকারীর আপদ থেকে মুক্তি পেতে এবং নিজের নেক আমল গোপন করার মানসিকতা তৈরী করতে হযরত দাউদ তাঈ رَحۡمَةُاللهِعَلَيۡهِ ’র জীবনের একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি।

চল্লিশ বছর নফল রোযা রাখেন কিন্তু...

হযরত দাউদ তাঈ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লাগাতার চল্লিশ (৪০) বছর পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকেন কিন্তু তাঁর একনিষ্টতার অবস্থা এমন ছিলো যে, নিজের পরিবারের লোকেরাও জানতে পারেনি। তা এভাবে যে, কাজে যাওয়ার সময় দুপুরের খাবার (Lunch) সাথে নিয়ে নিতেন এবং পথে কাউকে দিয়ে দিতেন, মাগরিবের পর ঘরে এসে খাবার খেয়ে নিতেন।

(তারিখে বাগদাদ, ৮/৩৪৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের নেক আমল, রোযা সদকা ও খয়রাতকে গোপন রাখা সম্পর্কে হযরত ঈসা عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ’র বাণী হলো: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখবে তখন সে যেনো তার মাথা ও দাঁড়িতে তেল লাগিয়ে এবং ঠোঁটেও হাত বুলিয়ে দেয়া, যাতে মানুষ জানতে না পারে যে, সে রোযাদার এবং যখন ডান হাতে দান করবে তখন

যেনো বাম হাত না জানে আর যখন নামায পড়বে তখন নিজের দরজায় পর্দা দিয়ে দেয়। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৬১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! যে সব নেকী গোপন করা যাবে, তা গোপন করা উচিৎ, কেননা গোপন আমল হলো উত্তম বরং প্রকাশ্য আমলের চেয়ে সত্তর (৭০) গুণ ফযীলতপূর্ণ। একাকি গোপনে নফল নামায পড়া মানুষের সামনে পড়ার চেয়ে উত্তম, একাকি গোপনে দুই রাকাত নফল আদায়কারীর জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। গোপন আমল আল্লাহ্ পাকের গযবকে প্রশমিত করে, অহংকার থেকে বাঁচায়, পদলোভীতা থেকে বাঁচায়, রিয়াকারীর ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচায়, আল্লাহর আরশে ছায়ায় জায়গা দান করে এবং গুনাহ ক্ষমা করায়, এমনকি ফেরেশতাদের বড় দলের দোয়া এবং ফেরেশতাদের নিরাপত্তা অর্জন করার উপায় হয়।

একাকিত্বে ইবাদতের ফযীলত

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত কাবুল আহবার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি একটি রাতও আল্লাহ্ পাকের এরূপ ইবাদত করলো যে, তাকে পরিচিত কেউ দেখলো না তখন সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো, যেমনিভাবে তার রাত থেকে (দিনের দিকে) বের হয়ে যায়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, কাআবুল আহবার, ৫/৪২০, নম্বর ৭৫৯০)

নিজের নেক আমলকে গোপন রাখার ফযীলত

আরো বলেন: যার এটা পছন্দ যে, ফেরেশতাদের একটি বড় দল তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুক, তার হিফাযত করুক এবং দুঃখ

থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাক তবে তার উচিৎ, যতোটুকু সম্ভব ঘরে গোপনে নামায পড়া। তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে, যে নিজের ঘরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নেয়। তিনি আরো বলেন: মসজিদ হলো পৃথিবীতে মুত্তাকী লোকদের বাসস্থান আর আল্লাহ পাক তাঁর ফেরেশতাদের সামনে সেই লোকদের ব্যাপারে গর্ব করেন, যে নিজের নামায, রোযা এবং দান খয়রাত গোপন রাখে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, কাআবুল আহবার, ৫/৪২১, নম্বর ৭৫৯৫)**

দান ও খয়রাত গোপনভাবে প্রদানকারীর প্রশংসা কুরআনে করীমে করা হয়েছে। যেমনটি ৩য় পারা সূরা বাকারার ২৭১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ یُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَیِّاٰتِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ (۲۷۱)

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭১)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: যদি দান প্রকাশ্যে করো তবে তা কতোই ভালো কথা আর যদি গোপনে অভাবগ্রস্থদের দান করো তবে তা তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম আর এতে তোমাদের কিছু পাপ মোচন হবে এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত।

নেক আমল গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা কেমন?

হে আশিকানে রাসূল! রিয়াকারী ইত্যাদির ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচার জন্য নেকী গোপন রাখা প্রয়োজন, কিন্তু নেকী গোপন করার জন্য মিথ্যা বলার কখনোই অনুমতি নেই, যেমন; হজ্ব, নফল রোযা, কুরআন হিফয, আলিম বা সৈয়দ হওয়া সম্পর্কে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করলে তবে মিথ্যা বলার কখনোই অনুমতি নেই।

নিজের নেক আমল প্রকাশ করার জায়িয অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! নেকী সমূহ যথাসম্ভব গোপন রাখাতেই নিরাপত্তা রয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু অবস্থায় ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে তা প্রকাশ করারও অনুমতি রয়েছে, যেমন; এরূপ ব্যক্তি যারা মানুষের ইমাম, লোকেরা তার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করে এবং নেক আমলে তার অনুসরন করে তবে এরূপ ব্যক্তির মানুষের উৎসাহ প্রদানের নিয়্যতে নিজের আমলকে প্রকাশ করা শুধু জায়িয নয় বরং উত্তম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গোপন ইবাদত প্রকাশ্য ইবাদতের চেয়ে উত্তম এবং মানুষ যাকে অনুসরণ করে তার প্রকাশ্যে ইবাদত গোপন ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩৭৬, হাদীস: ৭০১২)

নিজের কাছ থেকে অপবাদ দূর করতে ও মানুষকে কু-ধারনা থেকে বাঁচাতে নিজের আমল প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে, যেমনটি তাফসীরে রুহুল বয়ানে রয়েছে: যদি নেক আমল ফরযের মধ্যে হয় তবে তো ফরযের হকের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তা প্রকাশ্যে সম্পাদন করা। রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের ফরয সমূহ গোপন করা উচিৎ নয়। (আন নিহায়া, ৩/৩৪৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের উচিৎ, তার মাঝে যেসকল গুণাবলী রয়েছে বা তার যেকোন নেক আমল সম্পাদন করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে তবে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যে, তিনিই এই গুণ এবং নেক আমল করার তৌফিক দান করেছেন। অতঃপর আমল করে

নেয়ার পর ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যে, তার এই আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে নাকি হয়নি? যখন আমল কবুলিয়্যতের বিষয়ে জানাই নেই তখন এই আমলের ব্যাপারে মানুষকে জানানো এবং দেখানোর মধ্যে কি লাভ রয়েছে? তবে হ্যাঁ! যদি সেই নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় তবে এর প্রতিদান প্রদানকারী পরওয়ারদিগার তাকে চিনেন, অতএব নিজের মুখে নিজের গুণাবলী এবং নেকী প্রকাশ করে নিজেকে পরিচ্ছন্ন বলোনা, কেননা কুরআনে করীমে এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

২৭তম পারা সূরা নাজমের ৩২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বলো না; তিনি ভালভাবে জানেন যারা খোদাভীরু।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়াকারীর ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! রিয়া কবীরা গুনাহ, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র অসন্তুষ্টির কারণ আর এর কারণে আমলও নষ্ট হয়ে যায়, রিয়াকাররা কিয়ামতের দিন আফসোস করবে, রিয়া পূর্ণ আমল আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না, তাকে অপদস্ততার আযাব দেয়া হবে, তার উপর জান্নাত হারাম, সে জান্নাতের সুগন্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবে, তাকে অভিশাপ করা হয়েছে এবং আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রিয়াকারীর আপদ থেকে নিরাপদ রাখুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকী সমূহ প্রকাশ করার যে ক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রতি সজাগ থেকে আমাদেরকে নিজেদের নেকী গোপন করা উচিৎ, তবে যদি অন্য কাউকে নিজের নেকী প্রকাশ করতে দেখে তবে তার প্রতি কু-ধারনা কখনোই করবেন না যে, সে রিয়া বা প্রসিদ্ধি লাভের জন্য নিজের ইবাদত ও নেক আমল প্রকাশ করছে, বরং তার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখবেন, যেমন; হতে পারে যে, তার দৃষ্টিতে কোন নিয়ামতের প্রকাশ বা কোন নেক আমলের উৎসাহ প্রদানের ইচ্ছা রয়েছে। অতএব সেই ব্যক্তি নিজের নেকী প্রকাশে ভালো নিয়্যতের কারণে গুনাহগার হলো না। অবশ্য মুসলমানের প্রতি কু-ধারনাকারী হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে গেলো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রিয়া, কু-ধারনা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রোগ থেকে আরোগ্য নসীব করুক।

গুনাহও গোপন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকী গোপন করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে আর গুনাহ গোপন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। নেকী তো এই কারণে গোপন করা হয়, যাতে তা অহংকার ও রিয়া ইত্যাদির কারণে নষ্ট না হয়ে যায় আর গুনাহকে এই জন্যই গোপন করা হয় যে, তা প্রথম থেকেই আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং তা প্রকাশ করা সাহস ও নির্ভীকতার পরিচায়ক, অতএব তা কখনোই প্রকাশ করবেন না। ফতোওয়ায়ে শামীতে রয়েছে: اِظْهَارُ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ অর্থাৎ গুনাহ প্রকাশ করাও গুনাহ। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৬৫০)

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছে: আমার সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দেয়া

হবে, তবে ঐসকল লোক ব্যতীত, যারা গুনাহ প্রকাশ করে এবং গুনাহ প্রকাশ করার অবস্থা এমন যে, কোন পুরুষ রাতে কোন (গুনাহের) কাজ করলো, অতঃপর সকাল হলে আল্লাহ পাক তা গোপন করে নিলো, কিন্তু সে বলে (অর্থাৎ অন্যকে বলে) যে, হে অমুক! আমি কাল রাতে এরূপ করেছি, অথচ সে এই অবস্থায় রাত অতিবাহিত করেছিলো যে, তার দয়ালূ প্রতিপালক তা গোপন রেখেছেন আর সকালে সে আল্লাহ পাকের রাখা পর্দাকে খুলে দিলো। **(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১১৮, হাদীস: ৬০৬৯)**

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো “এলাকায়ী দাওরা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ ও রিয়ার ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে অংশগ্রহন করে দ্বীনের পয়গাম ছড়িয়ে দিন, اِنْ شَآءَاللّٰہُ الْکَرِیْم এটার অসংখ্য বরকত নিজের চোখে দেখতে পাবেন। ও যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে অংশগ্রহনকারী হয়ে যান।

যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে একটি দ্বীনি কাজ “এলাকায়ী” দাওরা। এই দ্বীনি কাজের অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, যেমন মসজিদ আবাদ থাকে, এলাকার মধ্যে খুব দ্বীনি কাজ ছড়িয়ে পড়ে, নতুন নতুন ইসলামী ভাই দ্বীনি পরিবেশের নিকটে চলে আসে, বেনামাযীদের নামাযী বানানোর সৌভাগ্য নসীব হয়, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ ’র দোয়ার মধ্যে শরীক ও নেকীর দা’ওয়াত দেয়ার সুযোগ হয়ে থাকে। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে গিয়ে লোকজনকে নামায ও সুন্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য নেকীর দা’ওয়াত দেয়া নিশ্চিত অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নেকীর দা'ওয়াত দেয়া ও মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করা তোমার জন্য সদকা (স্বরুপ) এবং দূর্বলদের নিজের বাহনে বসানো তোমার জন্য সদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টকর বস্তু সরিয়ে দেয়া তোমার জন্য সদকা এবং নামাযের জন্য হাঁটার ক্ষেত্রে প্রতিটি কদমে তোমার জন্য সদকা। **(আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ২/৪৬৬, হাদীস: ৪৫৬১)** আপনারা শুনলেন তো! নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার দ্বারা সদকার সাওয়াব অর্জিত হয়ে থাকে, সুতরাং আমাদেরও উচিত খুব বেশি বেশি এলাকায়ী দাওরার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের হকদার হওয়া।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

নিজের নেক আমল গোপন করার প্রেরণা সৃষ্টির কয়েকটি পদ্ধতি

(১) নিজের নেক আমল গোপন করার প্রেরণা সৃষ্টির জন্য সত্য অন্তরে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্না করে করে দোয়া করুন, কেননা দোয়ার বরকতে বিগড়ে যাওয়া কাজ সুধরে যায়। (২) নেক আমল গোপন করার ফযীলত অধ্যয়ন করুন। (৩) নিজের নেক আমল প্রকাশ করার ক্ষতি অধ্যয়ন করুন। (৪) বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِیۡن জীবনীর ঈমান সতেজকারী ঘটনাসমূহ বার বার পাঠ করুন। (৫) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং নিয়মিত মাদানী মুযাকারা দেখুন ও শুনুন। (৬) আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতিমাসে ৩দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করুন। (৭) ৭২টি নেক আমলের পুস্তিকা পুরণ করে প্রত্যেক ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন। (৮) আশিকানে রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করুন। (৯) মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "নেকীয়া চুপাও" অধ্যয়ন করুন। এই

পুস্তিকায় নেকী গোপন করার ব্যাপারে আয়াতে করীমা, হাদীসে মুবারাকা, আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের ঘটনাবলী, সংশোধনের অনন্য পদ্ধতি, নিজের নেক আমল প্রকাশের জায়িয অবস্থা, একনিষ্ঠ হওয়ার নিদর্শন এবং আরো অসংখ্য তথ্যাবলী বিদ্যমান রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্রীড়া ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ

اَلْحَمْدُ لله আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ৮০টির চেয়েও অধিক বিভাগের মাধ্যমে দ্বীনের খিদমত করা যাচ্ছে, দা'ওয়াতে ইসলামী যেখানে বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মাঝে নেকীর দা'ওয়াত ছড়িয়ে দিচ্ছে তেমনিভাবে ক্রীড়ার সাথে সম্পৃক্ত খেলোওয়াড়দের সংশোধনের জন্য একটি বিভাগ তথা "ক্রীড়া ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ" গঠন করেছে, যেটা গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো খেলার সাথে সম্পৃক্ত খেলোওয়াড়দের নেকীর দা'ওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করতে এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা দেয়া। اَلْحَمْدُ لله অনেক খেলোওয়াড় ও তাদের পরিবারদের নেকীর দা'ওয়াত দেয়া ও তাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার এবং এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এটার মানসিকতা দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুগন্ধির সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সুগন্ধির সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দুইটি প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ করেন: আমার তোমাদের দুনিয়ার মধ্য হতে দুইটি জিনিস পছন্দ: সুগন্ধি ও মহিলা এবং নামাযকে আমার চোখের শীতলতা বানানো হয়েছে। **(সুনানে নাসায়ি, ৬৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৪৫)** (২) ইরশাদ করলেন: চারটি জিনিস নবীগণের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ, মিসওয়াক, লজ্জাশীলতা ও সুগন্ধি লাগানো। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৮৮)** ✶ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধির উপহার ফিরিয়ে দিতেন না। **(সুন্নাত ও আদব, ৮৫ পৃষ্ঠা)** ✶ জুমার নামাযের জন্য সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৪ পৃষ্ঠা)** ✶ নামাযের মধ্যে প্রতিপালকের সাথে মুনাজাত থাকে তো তার জন্য সজ্জিত হওয়া আতর লাগানো মুস্তাহাব। **(নেকীর দাওয়াত, ২০৭ পৃষ্ঠা)** ✶ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সব সময় খুবই চমৎকার সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং এটার প্রতি অন্য লোকদেরকেও তাকিদ দিতেন। **(সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা)** ✶ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দূর্গন্ধ অপছন্দ করতেন। **(সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

সুগন্ধির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানার জন্য তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِىْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الۡحَلِیۡمُ الۡكَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক ও প্রতিপালক।**